আজকের কাগজ

তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিগগিরই বড় ধরনের আন্দোলনে নামছেন

শাহ নিসতার জাহান ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর গণতান্ত্রিক আইন সংশোধন করে স্বায়ত্বাধিকার খর্ব করার চেষ্টার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা শিগগিরই বড় ধরনের আন্দোলনে নামছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যে প্রাথমিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তারা আগামী ৯ জানুয়ারী সকাল ১০টা থেকে ১ ঘন্টার প্রতীক কর্মবিরতি পালন করবে। একই সঙ্গে তারা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত ও মিছিলের আয়োজন করেছে। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বহাল রাখার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থিত শিক্ষকদের মধ্যেও মতৈক্য রয়েছে। তারা সবাই মনে করছেন, ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বাধিকারের রক্ষাকবচ। যে কোনোভাবে তারা এ অধিকার রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তারা যেসব কর্মসূচির পরিকল্পনা নিচ্ছেন তার মধ্যে রয়েছে প্রতীক কর্মবিরতি, সীমিত সময়কালীন কর্মবিরতি এবং অনির্দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার হরণের চেষ্টার প্রতিবাদে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে বলে জানা গেছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, দাবি আদায় করতে হলে প্রয়োজনে তারা রাজপথে নামবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকার বিভিন্ন বিভাগে চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রচলিত ধারা বদলেরও চেষ্টা করছেন। প্রচলিত ধারায় একজন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ পান। সরকার এখন এই ধারা বদলাতে চান। শিক্ষকরা এরও প্রতিবাদ করছেন। তবে আপাততঃ ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ বদলের চেষ্টা সঙ্গতকারণেই জোরালো কর্মসূচি নিতে বাধ্য করছে শিক্ষকদের।

যেটি সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ চ্যান্সেলরের ক্ষমতা। এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে চ্যান্সেলর তার পছন্দমতো একজন শিক্ষককে উপাচার্য নিযুক্ত করতে পারবেন। তার নিযুক্ত এবং পদচ্যুতি সবই নির্ভর করবে চ্যান্সেলরের ওপর।। শিক্ষকরা মনে করছেন সরকারি এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের লেজুড়ে পরিণত হবে। উপাচার্য হবেন জড় মাংসপিন্ড মাত্র। তার স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না। থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাগজে বাঘ হবেন তিনি। আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে সরকারের রাজনৈতিক হাতিয়ার। শিক্ষকরা যে কোনো মূল্যে সরকারি এ পদক্ষেপকে ঠেকাবেন বলে জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিক বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আ; আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আমাদের গৃহীত প্রতীক কর্মসূচির পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক সাইদ-উর-রহমান এবং বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক সাহাদাত আলী বলেন, আমরা প্রস্তুত। যে কোনো মূল্যে আমরা এ প্রচেষ্টা প্রতিহত করবো। অধ্যাপক সাইদ-উর-রহমান আরো জানান, কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে কোনো ধরনের আদেশ বা সংশোধনী আনার আগে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। তিনি এখন তা দিব্যি ভুলে আছেন। এটি খুবই দুঃখজনক। এ অধ্যাদেশ কার্যকর হলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সেটি তারা কেনো ভাবছেন না কে জানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জাহাঙ্গীর নগর শিক্ষক সমিতি ভিন্ন ভিন্ন এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন আলোচনা করেছে। এ বিষয়টি নিয়ে তারা সবাই এর বিরুদ্ধে মতৈক্যে পৌঁছান। সংসদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি থেকে বিষয়টি যাতে সংসদে উঠতে না পারে সেজন্যে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তবে তারা জানান, বিষয়টি সংসদে উঠলে আর প্রতিবাদ জানাবো না। সোজা কর্মসূচি ঘোষিত হবে। এ দাবি আদায় করতে গিয়ে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসের পর মাস পড়াশুনার ক্ষতি হয় তবু আমরা সে ক্ষেত্রে বড় কঠোর হবো।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সংশোধনী আনার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকরের পক্ষে থাকলেও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করছেন না। তবে সরকারি দলের বৃহত্তর সমর্থনের চাপে প্রতিমন্ত্রীর দ্বিমত তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না বলে জানা গেছে।